TAJWEED

06-01-2020
উস্তাদ আলী

MODULE → 1

কুরআন শিখা এবং শিক্ষা দেওয়ার ফজীলত

"যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আর আল্লাহ তাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না।"

(সূরা ফাতির : ২৯)

এ আয়াত থেকে আমরা তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি,

১. আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করা
২. নামাজ কায়েম করা
৩. আল্লাহ তা-আলার রিযক থেকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে খরচ করা।

এবং যারা এ কাজগুলো করবে তাদের ব্যবসা এমন এক ব্যবসা যা কখনোই নষ্ট হবে না বরং, আল্লাহ তাদের প্রতিদানকে পরিপূর্ণ করে দিবেন এবং তারা যা পাওয়ার যোগ্য তার থেকে তিনি তার নিজ অনুগ্রহে আরো দ্বীগুন করে দেন।

- প্রথমেই, আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করা বলার কারন হচ্ছে, নামাজ শুদ্ধভাবে পড়তে হলে কুরআন পড়তে জানতে হবে।
- কুরআন তিলাওয়াত জানা মুমিনের একটি গুন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা মুমিন হবে তাদের প্রথম গুন হবে যে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করবে।
- রাসুল(সাঃ) যে কাজগুলো নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন, যে কাজগুলোর প্রথম কাজ হলো মানুষকে কোরআন তিলাওয়াত করে শুনানো।
- কুরআন কারীম পড়া এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়া আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়।

Orcical

(*)

হাদীসে বলা হয়েছে,
'উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন,

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।

হাদিস নং- ৫০২৮
সহিহ বুখারী
সহীহ হাদীস
আধুনিক প্রকাশনী: ৪৬৫৪
ইসলামী ফাউন্ডেশন: ৪৬৫৮

- কোন ব্যক্তি যদি এটা বলে যে যে সম্পদ অর্জন করেছে তার যোগ্যতার কারনে তবে এটি ভুল হবে। যেমন→

  হযরত মুসা (আঃ) কারুনকে বলেছিলো, "আল্লাহ তা'আলার দেওয়া রিযিক হতে তুমি যাকাত আদায় করো, তখন সে অস্বীকার করে বলেছিলো, "এগুলো তো আমার নিজের বুদ্ধিমত্তার বলে এবং নিজের চেষ্টার বলে অর্জন করেছি," এটি আমাকে কেউ দেয়নি"। তখন, মুসা (আঃ) বলেন, এগুলো তোমার বুদ্ধি ও চেষ্টার বলে আসেনি, এগুলো তোমাকে আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা হয়েছে।

- আল্লাহ আমাদের সম্পদ দান করেন, কোন যোগ্যতা বলে সম্পদ আসে না।

- যোগ্যতা বলে সম্পদ আসে না, শক্তিবলে সম্পদ আসে না, বরং, আল্লাহ তা'আলা যা দান করেছেন তাই সে পায়।

- নামাজ অশুদ্ধ হওয়ার প্রথম কারন, কোরআন অশুদ্ধ তিলাওয়াত করা।

(*) হাদীসে বলা হয়েছে,
আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন,
রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি আখিরাতে সম্মানিত নেককার লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি উহা পাঠ করে এবং এটা তার পক্ষে খুবই কঠিন ও কষ্টকর, সে দুটি পুরস্কার পাবে।

হাদিস নং-২৯০৪
জামে' আত-তিরমিজি
সহীহ হাদীস

অর্থাৎ, যাদের কোরআনের হরফগুলো উচ্চারণে কষ্ট হয়, জিহ্বায় জড়তার সৃষ্টি হয় তবুও তারা ঠেকে ঠেকে কোরআন তিলাওয়াত করে তাদের জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার—>
১. তিলাওয়াতের সওয়াব;
২. পড়তে কষ্ট হওয়ার সওয়াব;

(*) "আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহর ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে।"
(সূরা হাশর: ২১)

(*) যে যত বেশী কুরআনকে হেফাজত করেছে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাকে সম্মান করেছেন।

তিলাওয়াতের প্রকারভেদ

তিলাওয়াত দুই প্রকার,
১. তিলাওয়াতে লাফযীর (মৌখিক পাঠ)
২. তিলাওয়াতে হুকমী (কার্যকরী পাঠ)

(*) কুরআন শেখা, শিক্ষা দেওয়া, এসবের সওয়াব তিলাওয়াতে লাফযীর অন্তর্ভুক্ত।

(*) কোরআন অনুযায়ী জীবন চলা, এককথা বিধি বিধান মান্য করা তিলাওয়াতে হুকমীর অন্তর্ভুক্ত।

Orcical

✱ হাদীসে বলা হয়েছে,
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন,
রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কুরআন করীম হতে যে ব্যক্তি একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্যে একটি নেকী এবং একটি নেকী দশটি নেকীর সমপর্যায়ের। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

হাদীস নং- ২৯১০
জামে আত-তিরমিযি
সহীহ হাদীস
(মিশকাত: ২১৩৭)

✱ উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন,
"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে গিয়ে কোরআনের একটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করলো অথবা দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলো তাহলে, তার এই তিলাওয়াত করা, শিক্ষা করা আল্লাহর নিকট দুটি উষ্ট্রী/উটনী আল্লাহর রাস্তায় সাদকাহ করার চেয়ে উত্তম। অনুরূপ, ৩টি আয়াত ৩টি উটনী, ৪টি আয়াত ৪টি উটনী এবং এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক উটনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

হাদীস নং- ১৪৬৭
হাদীস সম্ভার ([illegible]ন)
সহীহ হাদীস

(*)

"এ কোরআন আমি রমযান মাসে নাযিল করেছি যা সমস্ত মানুষের জন্যে হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।"

(সূরা বাকারা: ১৮৫)

অর্থাৎ, শুধু মুসলমানদের জন্যে কোরআন নাযিল হয়নি, নাযিল হয়েছে সমস্ত মানুষের জন্যে।

☐ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) যাকে 'সায়খুল আরব' বলা হয় যিনি 'কোরতের' বাসিন্দা তিনি বলেন→
"যারা কোরআন পড়ে কিন্তু হিদায়াত পায় না তা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কিনা ফুলের বাগানে আগাছা খুঁজে বের করা নিয়েই ব্যস্ত ফলে সে ফুলের ঘ্রান পায় না। অর্থাৎ, যারা কোরআনের ভুল-ত্রুটি খুঁজে এবং এ কারনেই কোরআন তিলাওয়াত করে অথচ হিদায়াত পায় না"

"কোরআনে আল্লাহ সংরক্ষণ করবেন"

একমাত্র কোরআনেই সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পুরোটাই আল্লাহর বানী, কারো কথা এখানে নেই। যেমন, বাইবেলের ২টি অংশ→
১. Old টেস্টামেন্ট; (পুরাতন নিয়ম) → ৩৯টি পুস্তক
২. New টেস্টামেন্ট; (নতুন নিয়ম) → ২৭টি পুস্তক

→ New টেস্টামেন্টে ২৭টির মধ্যে ১৪টিই "সেন্ট পোলের" লিখা।

→ Old টেস্টামেন্ট → তাওরাত, যাবুর, অন্যান্য
New " → ইনজিলে

এই ইনজিলে আবার চারটি স্বতন্ত্র ইনজিল রয়েছে→
১. মথি → অর্থাৎ, মথি এটি ইনজিলে লিখেছেন
২. মার্ক — মার্ক " " "
৩. লূক — লূক " " "
৪. যোহন — যোহন " " "

Orcical

"ঈসা (আঃ) এর পর, অনেক পরে 'সেন্ট পোল' নামে ইনজিলে লিখেন"

আর মানুষের এসব চিঠি কখনো আল্লাহর কালাম হতে পারে না।

এভাবে, সকল ধর্মগ্রন্থগুলোতে কোন না কোন মানুষের হাত পড়েছে শুধুমাত্র কোরআন ছাড়া। কুরআন যেমন সংরক্ষিত, সহীহ হাদীসগুলোও কিয়ামত অবধি সংরক্ষিত থাকবে।

- রাসূল (সাঃ) নিরক্ষর হওয়ার পিছনে কারন, যাতে কেউ বলতে না পারে রাসূল(সাঃ) কুরআন নিজে লিখেছেন। কোরআন নাযীল হওয়ার সময় রাসূল(সাঃ) আয়াতগুলো মুখস্ত করে নিতেন এভাবে, অনেক সাহাবীগন ও মুখস্ত করেছিলেন এবং এভাবেই আল্লাহ কোরআনকে মানুষের অন্তরে রেখে হেফাজতে করবেন, কেউ এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

- রাসূল (সাঃ) রমজানে দুইবার কোরআন খতম করতেন।

- খ্রিষ্টানরা বলে, কোরআন উসমান(রাঃ) এর লিখা যা সম্পূর্ণ ভুল।

- হাফেজরা, এমন দশজনের ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করতে পারবে যাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিলো।

- যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করবে, তিলাওয়াত করবে এবং আমল করবে কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে এমন একটি তাজ / মুকুট পড়ানো হবে যার আলোর সামনে সূর্যের আলো বিলীন হয়ে যাবে।

মানুষের লিখা পাওয়া যায়। ৩০০শত শতাব্দী অবধি অনেক নির্যাতন হয় এবং ঈসা(আ:) ও নিখোঁজ হয়ে যান লিখতে। এভাবে, ইঞ্জিল ও হারিয়ে যায়

ক) হিন্দুদের 'বেদ' ধর্মগ্রন্থ সবাই পড়তে পারে না। যেমন-

ব্রাহ্মণ → এরা 'বেদ' পড়বে এবং পড়াবে

ক্ষত্রিয় → শুধু পড়তে পারবে, পড়াতে পারবে না।

শুদ্র, বৈশ্য → শুধু শুনবে

আবার শুদ্ররা শুনতেও পারবে না, শুনে ফেলে শাস্তি হিসেবে সীসা ঢেলে দেওয়া হয়।

অথচ, আমাদের প্রতিপালক কোরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতে বলেছেন, 'ইকরা', 'পড়ো', ফরজ করেছেন আমাদের উপর পড়া এবং সে অনুযায়ী চলা।

এভাবেই, কোরআন সবকিছুর উপর সম্মানিত।

Orcical

08-01-2020
উস্তাদ আলী

MODULE-2

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আ'উযু বিল্লাহ
তে ৩টি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

১) হামযাহ যবর আ (স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারিত হবে)

২) আইন গলা চেপে উচ্চারিত হবে)

৩) যাল নরম করে উচ্চারিত হবে)

- 'হা' দুই প্রকার →
  ১. হা — হুত্তি (ح, ح) গলা চেপিয়ে
  ২. হা — হাওয়ায (ه) স্বাভাবিক ভাবে গলা ছেড়ে

- সূরা ফাতিহার উপর মশক হয়েছে। (class করে বুঝে নিতে হবে)
  "বার বার মশক করতে হবে"

— o —

- যে হরফ বানান করতে প্রকোধিক হরফ লাগবে তার বেশী টান।
  এবং
  " " " " একটি " " " কম
  টান। (MODULE-3, উস্তাদ মামুনুর রশীদ)

21-01-2020

উস্তাদ মামুনুর রশীদ

MODULE-3

(*)

"ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক"

পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(সূরা আলাক্ব : ১)

↳ এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর কোরআন শিক্ষাকে ফরজ করেছেন।

(*)

"আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে"

(সূরা ক্বমার : ১৭)

→ এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর কালাম যা কিনা আমাদের তিলাওয়াত করা ফরয. তা তিনি আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন।

☐ আরবী হরফ ২৯ টি।

আরবী ২৯ টি হরফকে তিন ভাবে পড়া যায় } সুর করে পড়া

১. টান ছাড়া
২. কম টান
৩. বেশী টান

ا (আলিফ) → আলিফ উচ্চারণে চার কাজ,

১. সামনের উপরের দাঁত।
২. নিচের ঠোঁটের পেট
৩. বাতাস চালু
৪. মুখে হাসি ভাব

ب (বা) → দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গা হতে কম চাপ দিয়ে, মুখে পাকা।

ت (তা) → জিহ্বার মাথা উপরের দুই দাঁতের গোড়ায় লেগে উচ্চারিত হবে। বাংলা 'ত' এর মতন

। (আলিফ) এর কেরামতি

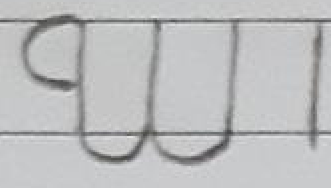

(চারটি আলিফ আলাদা করে লিখবো প্রথমে এরপর বাকী-গুলো নিচ থেকে মিলিয়ে দিলে এমন একটি নাম লিখা যায় যে নাম কেউ যদি অস্বীকার করে, না মানে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, নামটি হলো "আল্লাহ")

মাত্র একটি হরফ দিয়েই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নাম লিখার শিক্ষা অর্জন করলাম। (সুবহান আল্লাহ)

ছন্দ

" আল্লাহ এমন সত্তা
যাকে দেখা যায় না
বোঝা যায়, জানা যায়
মানা ছাড়া উপায় নাই "

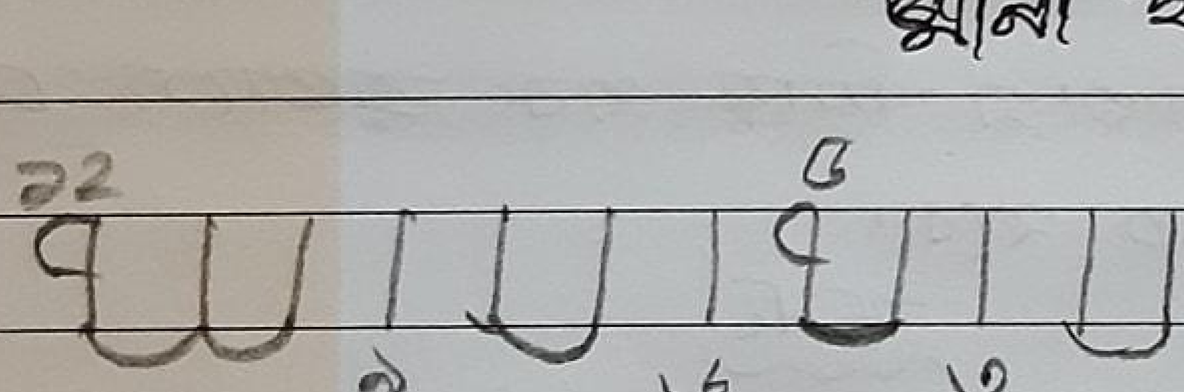

(বারোটি আলিফ দিয়েই এমন এক বাক্য লিখা যায় যা মন থেকে বিশ্বাস সহিত পড়লে তার জন্য জাহান্নাম হারাম)

ছন্দ

৩, ৬, ৯ না মিলাইয়া
৫, ১২ গোল করিয়া
বাকীগুলো মিলাইয়া,
কালিমাহ তইয়্যেবা
লা- ইলাহা- ইল্লাল্লাহু- মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ

মাত্র একটি হরফ, ১ম হরফ। শিখার সাথে সাথে আমরা আল্লাহ এবং কালিমা লেখার শিক্ষা পেলাম, এর চেয়ে সহজ আর অন্য কোন ভাষা কি হতে পারে?

অর্থ আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নেইতো কেহ আর
মুহাম্মাদে মোস্তফা রসুল তাহার।

—০—

MODULE-4

خ ح ج ث

ث → জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগা থেকে নরমভাবে/আলতোভাবে উচ্চারিত হবে।

হিন্দি

জিহ্বার আগা, দাঁতের আগা
নরম আওয়াজে, কম টান ث (ছা...)

ج → জিহ্বার মধ্যস্থান সহ; তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে শক্তভাবে উচ্চারিত হবে।

হিন্দি

শক্ত, মজবুত আওয়াজে, ج (জিমে...)

ح → গলার মাঝস্থান থেকে গলায় কোঁ কোঁ শব্দ করে/বাতাস দিয়ে সহ; বাতাসে চাপ দিয়ে উচ্চারিত হবে।

হিন্দি

গলার মধ্যস্থান হইতে
বাতাসকে চাপিয়ে, ح (হা...)

خ → গলার শেষ অংশ হতে, আওয়াজকে পেঁচাইয়া উচ্চারিত হবে।

হিন্দি

বাংলা 'খ' এর মতন - خ (খ...)

যখন কিছু খাই আমরা তখন, গলার শুরু → মধ্যস্থান → গলার শেষে

হরফ উচ্চারণ ভিতর থেকে হয় তাই, এ ক্ষেত্রে গলার শুরু ← মধ্যস্থান ← গলার শেষ

MODULEE-5

28-01-2020

د ذ ر ز س ش

د → জিহ্বার আগা উপরের দুই দাঁতের গোড়ায় লেগে উচ্চারিত হবে।

ছন্দ → বাংলা 'দা' এর মত د (দোল...)

ذ → জিহ্বার আগা সামনের দুই দাঁতের আগা হতে নরমভাবে আদায় হবে।

ছন্দ → জিহ্বার আগা, দাঁতের আগা
নরম আওয়াজে, বেশী টান ذ (যাল...)

ر → জিহ্বার আগার পিঠ উপরের দাঁতের পিছনের গোড়ার গোস্তের টুকরা থেকে কিছুটা পিছনে তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হবে।

ছন্দ → বাংলা 'র' এর মত ر (র...)

ز → জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগা থেকে শিষসহ পাতলাভাবে আদায় হবে।

ছন্দ → ঝিঝি পোকার আওয়াজে ز (যা...)

س → জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগা থেকে শিষসহ পাতলাভাবে আদায় হবে।

ছন্দ → ইংরেজী 'S' এর মত চিকন আওয়াজে س (ছা...)

ش → জিহ্বার মাঝখান এবং তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে উচ্চারিত হবে।

ছন্দ → মোরগ তাড়ার আওয়াজে ش (শিন...)

— o —

Orcical

02-02-2020
উস্তাদ মামুনুর রশীদ

MODULE-6

غ ع ظ ط ض ص

ص → (same as j, س)
(মোটা হরফ)
ছন্দ:- জিহ্বার আগা, সামনের নিচের দাঁতের আগার দিকে লাগাইয়া ص

ض → বাম পাশের জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরে মাড়ির দাঁতের গোড়ার দিকে লাগাইয়া ض

ط → (same as د, ت)
ছন্দ:- জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগাইয়া ط

ظ → (Same as ذ, ث) তবে এটি মোটা হরফ।
ছন্দ:- জিহ্বার আগা, দাঁতের আগা নরম আওয়াজে, মোটা ظ

ع → কণ্ঠনালীর মধ্যস্থান হইতে আওয়াজকে চাপাইয়া ع উচ্চারিত হবে।

غ → কণ্ঠনালীর শেষভাগ হইতে, আওয়াজকে পেচাইয়া غ উচ্চারিত হবে।

☐ হরফ দু রকমের- ১. মোটা হরফ; ২. পাতলা হরফ।
→ মোটা হরফ উচ্চারণে মুখ উপর নিচ হয়ে যাবে।
→ পাতলা হরফ নরমভাবে হবে; মুখ পাশ হয়ে উচ্চারিত হবে।

MODULE-7

07-02-2020
উস্তাদ মামুন

ف ق ك ل م

ف → নিচের ঠোঁটের পেটে উপরের সামনের দুই দাঁতের আগা লেগে উচ্চারিত হয়।

ছন্দ → উপরের দাঁত
নিচের ঠোঁট
বাতাস চাল ف(ফে...)

ق → জিহ্বার গোড়া ও তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে উচ্চারিত হবে মোটাভাবে।

ছন্দ → দাঁড় কাকের আওয়াজে 'ক্বق" (ক্বাফ)

ك → ক্বাফের মাঝরাস্তের সামান্য নিচে জিহ্বার গোড়ার অর্ধাংশের মধ্যস্থল এবং তার উপরের তালুতে লেগে উচ্চারিত হবে।

ছন্দ → পাতি কাকের আওয়াজে ك (ক্বাফ)

ل → বাংলায় 'লাম' এর মত উচ্চারিত হবে পাতলাভাবে এবং মুখ্য পাবা।

م → দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হইতে م(মীম)

— o —

Orcical

MODULE-8

09-02-2020
উস্তাদ মামুন

ن و ح ه ي

ن → জিহ্বার আগা উপরে তালুর সাথে লাগাইয়া নাকে বাজিয়ে (ن) পড়ুন...

و → দুই ঠোঁট গোল করে, মুখ খাড়া হয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসে উচ্চারিত হবে।
(*) দুই ঠোঁট গোল করে ঠোঁটের মাঝখানের ফাঁকা থেকে উচ্চারিত হবে।

ح → বাংলা 'হা' এর মত কণ্ঠনালীর শুরু হতে উচ্চারিত হবে।

ه → Same as ح (হা) ↑

ي → Same as (ش, ج)
জিহ্বার মধ্যখান এবং তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে উচ্চারিত হবে।

- কোরআন অন্য সব ধর্মগ্রন্থ থেকে আলাদা এবং এর সংরক্ষণ স্বয়ং আল্লাহ করেছেন। এবং এটি কিয়ামত অবধি সংরক্ষিত থাকবে। যেমন →
- ইহুদীদের উপর মুসা (আঃ) এসেছিলেন যার উপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল। মুসা (আঃ) মারা যাওয়া আগে তাওরাতের কপিটি সিন্দুকে রেখে যান। পরবর্তীতে ৭ বছর পর পর মোচন নামক উৎসবে এই কপি সিন্দুক থেকে বের করে শুনানো হতো, পরে সুলাইমান (আঃ) আগমনের পূর্বেই এই কপি বিলীন হয়ে যায়।
- খ্রীষ্টানদের উপর ঈসা (আঃ) আসেন এবং তার উপর ইনজিল নাযিল হয়েছিল যা পরবর্তীতে বাইবেলে রূপ নেয় যেখানে অনেক

10-02-2020
উস্তাদ মামুন

MODULE-9

হরফের মধ্যে মোটা এবং পাতলা দু ধরনের হরফ রয়েছে।

* মোটা হরফ ৭টি

ص ض ط ظ غ خ ق } এই সাতটি হরফ মোটা

ছোয়াদ দোয়াদ ত্বো জোয়া গইন 'খ' ক্বফ

*) (র) কখনো মোটা, কখনো পাতলা।

আর বাকী সব হরফ পাতলা।

- পাতলা হরফের উচ্চারণে মুখ পাশা হবে।
- মোটা হরফে মুখ টা উপরে নিচে থাকবে।
- যে হরফের বানানে একটি মাত্র হরফ থাকে সেটি কম টান।
- যে হরফের বানান লিখতে গিয়ে একের অধিক হরফ পাওয়া যায় সেটি বেশি টান।

তবে,

ا ، ع ، ى (ব্যতিক্রম)

* তাশাহুদ মশক

—০—

MODULE-10

16-02-2020
উস্তাদ আলী হাসান

হরফের উচ্চারণের পার্থক্য

ى — ع — ا

শক্ত মজবুত আওয়াজে (ইয়া, ই, ইউ) — হলকের মধ্য হতে গলা চেপে (আ, ই, উ) — স্বাভাবিক ভাবে (আ, ই, উ)

হরফের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।

و — ب

দুই ঠোঁটের মধ্যস্থান হতে (ওয়া, উই, উু) — স্বাভাবিক ভাবে, দুই ঠোঁটের ভিজা অংশ হতে (বা, বি, বু)

ط — ت

(ত্ব, ত্বি, ত্বু) — (তা, তি, তু)

ত্ব উচ্চারণে মুখে ভিতর বাতাস থাকে, ফুলিয়ে উচ্চারিত হয়। জিহ্বার আগা সামনের দুই দাঁতের গোড়ায় চাপ দিয়ে। — তা উচ্চারণে স্বাভাবিকভাবে মুখে বাতাস থাকে না।

ط, د, ت (ত্ব, দাল, তা) একই মাখরাজ, উচ্চারণের স্থান একই।

ش — ص — س — ث

(শা, শি, শু) শীষ দেওয়ার মত করে — (ছ্বা, ছ্বি, ছ্বু) মুখের ভিতর বাতাস আটকিয়ে জিহ্বার আগা নিচের দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে। — (ছা, ছি, ছু) কড়াই তে কিছু ভাজলে যেমন আওয়াজ হয় সেভাবে। — (ছা, ছি, ছু) জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের সাথে লাগিয়ে নরম ভাবে উচ্চারিত হবে।

ج, ش, ى (জীম, শীন, ইয়া) তিনটির মাখরাজ একই জায়গা হতে।

ط, د, ت (ত্ব, দাল, তা) একই মাখরাজ/উচ্চারণের স্থান একই।

—০—

Orcical

18-02-2020

উস্তাদ আলী হাসান

MODULE-11

ثَ — زَ — ذَ — جَ

জিহ্বার আগা দাঁতের আগা নরম আওয়াজ (ছা, ছি, ছু) — ঝিঝি পোকার আওয়াজে (যা, যি, যু) — জিহ্বার আগা, দাঁতের আগা, নরম আওয়াজে (জা, জি, জু) — শক্ত হবে; মজবুত আওয়াজে (জা, জি, জু)

হা হ হাওয়ায় → هَ — حَ <-> হা হ হুক্তি

স্বাভাবিকভাবে গলা থেকে উচ্চারিত হবে। (হা, হি, হু) — গলার মধ্যস্থান হতে বাতাসকে চাপিয়ে। (হা, হি, হু)

ضَ — دَ

জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার দিকে লাগিয়ে উচ্চারিত হবে। (দ্বা, দ্বি, দ্বু) — স্বাভাবিকভাবে বাংলা 'দা' এর মত উচ্চারিত হবে। (দা, দি, দু)

كَ — قَ

জিহ্বার গোড়া থেকে একটু সামনের অংশ হতে উপরে তালুর অংশ চাপ দিয়ে উচ্চারিত হবে। (কা, কি, কু)

জিহ্বার গোড়া উপরের তালুর অংশে লেগে উচ্চারিত হবে। (ক্বা, ক্বি, ক্বু)

ج, ش, ي (জিম, শীন, ইয়া) [মাখরাজ/উচ্চারণের স্থান একই]

→ জিহ্বার মধ্যস্থান এবং তার বরাবর উপরের তালুর অংশ লেগে উচ্চারিত হবে।

ط, د, ت (ত্ব, দাল, তা) [মাখরাজ একই]

→ জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হবে।

ظ, ذ, ث (জ্ব, যাল, ছা) [মাখরাজ একই]

→ জিহ্বার আগা, দাঁতের আগা, নরম আওয়াজ

ص, س, ز (ছুদ, ছিন, যা) [মাখরাজ একই]

→ জিহ্বার আগা, সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে শীষ সহ উচ্চারিত হবে।

ع, ح (আইন, হা) [মাখরাজ একই]

→ কণ্ঠনালীর মধ্যস্থান হতে আওয়াজকে/বাতাসকে চাপিয়ে উচ্চারিত হবে।

غ, خ (গাইন, খ) [মাখরাজ একই]

→ কণ্ঠনালীর শেষভাগ হতে আওয়াজকে পেঁচাইয়া উচ্চারিত হবে।

Orcical

MODULE-12

23-02-2020
উস্তাদ মামুন

যুক্ত হরফ শিক্ষা

كسصطعلم

ছন্দঃ এক দাঁত 'হা' এর মাথা
তিন দাঁত 'ছ্বদ' এর মাথা
ত্ব
'আইন' এর মাথা গোল মাথা
লামের মাথা 'মীম'

ب ت ث ن ي [এক দাঁত দিয়ে ৫টি হরফ]

بـ تـ ثـ نـ يـ

بينتثـ [সামনে এবং মাঝখানে এক দাঁত নিয়ে থাকবে]

بتثنب [শেষে আসলে পুরো হরফ আসবে]

'হা' এর মাথা দিয়ে তিন হরফ

ج ح خ (মাথা)

جحخ [সামনে এবং মাঝখানে আসলে মাথা আসবে এবং শেষে আসলে পুরো হরফ আসবে]

—০—

25-02-2020
উস্তাদ মামুন

MODULE-13

ক) ছুদ দিয়ে দুই হরফ
(ص, ض)

صـ ـصـ ـضـ ـص [সামনে হবে; মাঝে মাথা আসবে হবে; শেষে আসলে পুরো হরফ আসবে]

[নোকতা দিয়ে চিনবো। নোকতা থাকলে দ্বদ, না থাকলে ছুদ]

খ) ত্ব দিয়ে দুই হরফ
(ط, ظ)

ططظط [সবটি সামনে, মাঝখানে, শেষে পুরো হরফ আসবে, কোন পরিবর্তন নেই। একটি নোকতা থাকে জ্ব (ظ) না থাকলে ত্ব (ط)]

গ) 'আইন' দিয়ে দুই হরফ
(ع, غ)

ع غـ ـعـ ـع [আইনের মাথা সামনে আসলে খুদ্র মাথা আসবে, মাঝে আসলে চ্যাপ্টা মাথা হয়; শেষে আসলে মাথা চ্যাপ্টা হয় পুরো হরফ থাকবে। নোকতা থাকলে غ (গাইন), না থাকলে ع (আইন)।

ঘ) 'গোল মাথা' দিয়ে দুইটি হরফ

ق ক্বফ ف ফা

فـ ـقـ ـقـ ـف [নোকতা একটি আসলে 'ফা', দুটি হলে 'ক্বফ']

Orcical

☐ 'লাম' দিয়ে ~~দুই~~ তিন হরফ
(ل, ا, ك)
লাম, আলিফ, কাফ

لـ ـلـ ـل [লাম শুরুতে হবে; মাঝে আসলেই লাম হবে তবে শেষে আসলে সেটি হবে আলিফ]

كـ ـكـ ـك [লাম শুরুতে হবে; মাঝে থাকলে তার উপর যদি আড়াআড়ি লাইন থাকে সেটি কাফ (ك) হবে; শেষে আসলে কাফ পুরো হরফ হয়ে আসবে]

☐ 'মীম' দিয়ে দুই হরফ। [মীম, ه (হা)]

مـ ـمـ ـم [শুরুতে মীম আসলে মাথা, মাঝে আসলে মাথা হবে; শেষে পুরো হরফ]

ـه ه [হা]

☐ এক দাঁত দিয়ে ৫ হরফ [বা, তা, ছা, নুন, ইয়া
ب, ت, ث, ن, ي]

☐ 'হা' এর মাথা দিয়ে ৩ হরফ [ج, ح, خ
জীম, হা, খা]

☐ 'সুদ' এর মাথা দিয়ে ২ হরফ [ص, ض
সুদ, দুদ]

☐ 'ত্ব' [redacted] দিয়ে ২ হরফ [ط, ظ]

☐ 'আইন' এর মাথা দিয়ে ২ হরফ [ع, غ]

☐ গোল মাথা দিয়ে দুই হরফ [ف, ق]

☐ লাম এর মাথা দিয়ে তিন হরফ [শুরুতে, মাঝে আসলে লাম, শেষে আসলে আলিফ]

اَبّْ

→ তাশদীদ ওয়ালা হরফের পাওয়ার বেশী।

→ তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুইবার উচ্চারিত হয়।

→ প্রথমবার, আগদিকের হরফের অর্ধেক জযমের মত।
اَبّْ (হামজাহ বা যবর, আব্)

→ দ্বিতীয়বার, নিজ হরকাতের উচ্চারণ,
اَبّْ (হামজাহ বা যবর, আব্, বা যবর বা, আব্বা)

MODULE-14-15

01-03-2020

উস্তাদ মামুন

হারাকাতের লাইন মুখস্ত

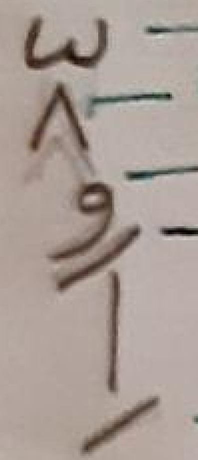

→ আরবীতে আ কার, ই কার ৫টি

১. যবর
২. যের
৩. পেশ
৪. জজম
৫. তাশদীদ

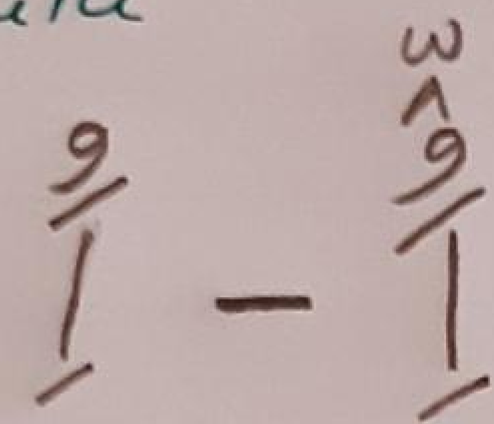

→ এক যবর, এক যের, এক পেশকে হারকাত বলে। হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

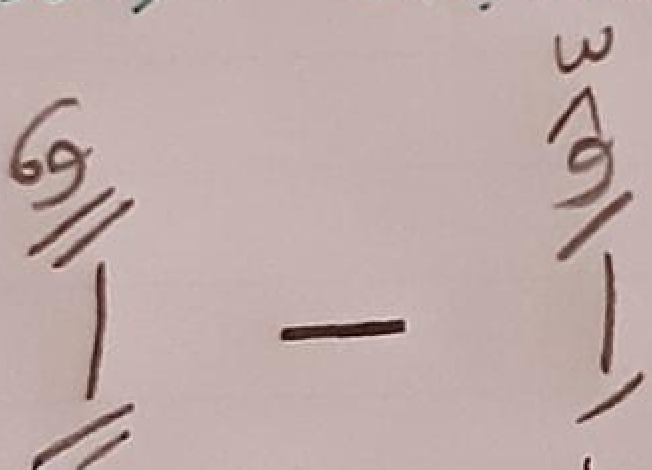

→ দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানভীন বলে। তানভীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। গুনগুন আওয়াজে পড়িতে হয়।

أَبْ (আব্)

→ জজমওয়ালা হরফ একা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। আরেকটি হরফের আঘাত ছাড়া পড়া যায় না। এবং সেই হরফে যবর, যের অথবা পেশ থাকা লাগবে।

বিঃদ্রঃ-

→ জজমওয়ালা হরফ একা পড়া যায় না। ডানদিকের হরফের উচ্চারণের সাথে একত্রে একবার পড়িতে হয়।

- 'লাম' এর মাথা দিয়ে তিন হরফ।
(শুরুতে, মাঝে আসলে লাম, শেষে আসলে আলিফ,
উপরে আড়াআড়ি দাগ থাকলে কাফ)

- 'মীম' দিয়ে দুই হরফ। (মিম, হা (৪))

- 'তা' দুই ধরনের (ت, ة)
গোল তা